দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ··· JAN. 1 1 1999 ··· ···
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৭ ······

1·30

বরাদ্দের চেয়েও সরবরাহ কম

রাজশাহী বিভাগে চাহিদা অনুযায়ী প্রাইমারীর বিনামূল্যের বই পাওয়া যাচ্ছে না

আনিসুজ্জামান, *রাজশাহী থেকে*

রাজশাহী বিভাগের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের আওতায় পাঠ্য বইয়ের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। এ কারণে ১৬ জেলায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় মারাত্মক ধস নেমে আসতে পারে। চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ অপ্রতুল এবং বরাদ্দের চেয়েও সরবরাহ কম হওয়ায় এই সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এ পর্যন্ত সরবরাহকৃত বইয়ের যে চালান জেলাসমূহের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছেছে তা মোট চাহিদার অর্ধেক। এই স্বল্প পরিমাণ বই বিতরণে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়ছে। এ নিয়ে কোন কোন জেলায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

রাজশাহী বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের একটি সূত্র জানায়, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য বিভাগের ১৬ জেলার ৯ হাজার ২শ' ৬২টি সরকারী এবং ৬ হাজার ৯শ' ৮৮টি রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৫ লাখ ৯৫ হাজার ৩শ' ৩০ শিক্ষার্থীর জন্য ১ কোটি ২৮ লাখ ৬১ হাজার ৮শ' ৯টি বইয়ের চাহিদাপত্র দাখিল করা হয়। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সার্বিক মূল্যায়ন ও যাচাই-বাছাইয়ের পর রাজশাহী বিভাগের ১৬ জেলার জন্য ১ কোটি ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৫শ' ৩৮টি বই বরাদ্দ ঘোষণা করে। গত ১ জানুয়ারি পর্যন্ত এই বরাদ্দের বিপরীতে নওগাঁ, নাটোর ও দিনাজপুর জেলার পরিসংখ্যান বাদে বাকি ১৩ জেলার জন্য ১ কোটি ১২ লাখ ৩৩ হাজার ৯শ' ৯৭ চাহিদার বিপরীতে ৫০ লাখ ৯৭ হাজার ৮শ' ১৩টি বই সরবরাহ করা হয়েছে। যা মোট চাহিদার মাত্র ৪৫ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

সূত্র মতে, অপ্রতুল সরবরাহের কারণে কয়েকটি জেলার সহস্রাধিক বিদ্যালয়ে বই পাঠানো সম্ভব হয়নি। অনেক এলাকায় সরবরাহ করা হলেও তা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম বলে বিতরণ বন্ধ রাখা হয়েছে। বই দিতে না পারায় জয়পুরহাট ও নওগাঁয় কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

সূত্র আরও জানায়, গত ৩ জানুয়ারি থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বই বিতরণ শুরু হয়েছে এবং ঈদের আগেই ১৪ তারিখের মধ্যে বিতরণ কাজ শেষ করার নির্দেশ রয়েছে। তবে ঈদের পর ২৫ জানুয়ারি বিতরণ কাজ পুনরায় শুরু হবে। এই প্রক্রিয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছাতে মার্চ মাস লেগে যাবে। কারণ রাজশাহী বিভাগের মনোনীত প্রকাশনীগুলো চিঠি দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সময় চেয়েছে।

রাজশাহী প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের উপ-পরিচালক প্রফেসর নজরুল ইসলাম এ প্রতিনিধিকে জানান, এখনও বই আসছে। চাহিদার তুলনায় কম বই সরবরাহ পাওয়া গেলেও পুরনো বই দিয়ে ঘাটতি পূরণ করা হবে।